প্রস্তাবিত পরিবর্তনশীল ওয়েব জিআইএস ভিত্তিক পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা
(Proposed Dynamic Web-GIS based Early Warning System)

পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৪তম সভায় চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার তথ্য দেন যে, ৩৩টি ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ে ৬৬৬টি পরিবার বসবাস করে। (সূত্রঃ বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৫ এপ্রিল, ২০১৫)।

বর্তমানে এসব এলাকায় টানা কয়েকদিন (৩-৭ দিন) বৃষ্টি হলে স্থানীয় সরকার মাইকিং এর মাধ্যমে পাহাড়ধ্বসের আগে এলাকাবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। অনেক সময় এই বার্তা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের কাছে ঠিকমত পৌঁছতে পারে না।

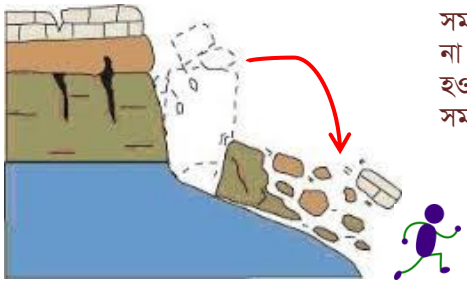

সময়মত পূর্ব সতর্কতা না পাওয়া ও সতর্ক না হওয়ায় পাহাড়ধ্বসের সময়ের অবস্থা।

এইসব ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের জান-মাল রক্ষার জন্য যুগোপযোগী পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

ওয়েব জিআইএস ভিত্তিক পূর্ব সতর্কতা দেয়ার প্রক্রিয়া

www.landslidebd.com

- ❑ এই ওয়েবসাইট বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূ-প্রকৃতির গঠন এবং worldweatheronline এর ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া প্রতিদিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পাহাড়ধ্বসের পূর্ব সতর্কতা দিতে সক্ষম হবে।
- ❑ উল্লিখিত ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ই-মেইলে পাহাড়ধ্বসের পূর্ব সতর্কতা সয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাবেন।
- ❑ এটি একটি প্রস্তাবিত পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পর সফল হলে সাধারণ জনগণ এই প্রক্রিয়ায় সতর্ক বার্তা পেতে পারে।
- ❑ এছাড়াও এই ওয়েবসাইটে পাহাড়ধ্বস সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

পাহাড়ধ্বসের পূর্ব সতর্কতা সম্পর্কিত সামাজিক সচেতনতা

Social Awareness Building Program on Landslide Early Warning System

স্থানঃ চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
তারিখঃ ১৩ জুন, ২০১৫

আয়োজনেঃ

BUET-Japan Institute of Disaster Prevention and Urban Safety,
Bangladesh University of Engineering and Technology,
Dhaka-1000

পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ

তথ্যসূত্রঃ
www.bdnews24.com, www.banglanews24.com, field survey (2014).

SERVIR HIMALAYA USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE NASA ICIMOD

পাহাড়ধ্বস/ ভূমিধ্বস (landslide) কি?

পাহাড়-পর্বতের গা থেকে মাটির চাকা বা পাথরের বড় খণ্ড খসে নীচে পড়ার ঘটনাকে পাহাড়ধ্বস/ ভূমিধ্বস (landslide) বলা হয়। অনেক সময় পাহাড়ের ওপর থেকে পানি ও মাটি মিশে কাদা আকারে বিপুল পরিমাণে নিচে নেমে আসলে তাকেও এক ধরনের ভূমিধ্বস আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ধ্বস হয় এবং প্রায়ই মানুষ প্রাণ হারায়।

চট্টগ্রাম মহানগরে পাহাড়ধ্বসের কারণঃ

পাহাড়ধ্বস মূলতঃ মানব কর্মকাণ্ড ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মিলিত ফল।

১) খাড়াভাবে পাহাড় কাটা (বসতি নির্মাণ/মাটি বিক্রি) ও গাছ কেটে ফেলা → ২) পাহাড় কাটা ও গাছ কাটার ফলে মাটি আলগা হয়ে যাওয়া → ৩) বর্ষা মৌসুমে টানা কয়েক দিনের (৩-৭) বৃষ্টিপাত → ৪) বৃষ্টির পানিযুক্ত ভারী মাটি পড়ে পাহাড়ধ্বস

পূর্বে চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া পাহাড়ধ্বসসমূহঃ

চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতি বছর বর্ষার সময় পাহাড়ধ্বসে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হয়। ২০০৭ সালের ১১ জুন চট্টগ্রাম নগরীতে একযোগে একাধিক স্থানে পাহাড়ধ্বসে মোট ১২৭ জন মারা যায়। এরপর থেকে প্রতি বছরই নগরীতে পাহাড় ও পাহাড়ের সীমানা দেয়াল ধ্বসে প্রাণহানি ঘটেছে। চট্টগ্রাম সেনানিবাস সংলগ্ন লেবুবাগান, কাছিয়া ঘোনা এবং সেকান্দর পাড়া এলাকায় ২০০৭ সালের পাহাড়ধ্বসের মর্মান্তিক ঘটনার পর সেখানে আর বসতি গড়ে ওঠেনি।

চট্টগ্রামে পাহাড়ধ্বসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা/বসতিঃ

চট্টগ্রাম মহানগরের মতিঝর্ণা, টাংকির পাহাড়, বাটালিহীল, টাইগারপাস, লালখান বাজার, গোলপাহাড়, গোয়াচিবাগান, এসব এলাকায় পাহাড়ধ্বসে জানমালের ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া লালপাহাড়, খুলশী, ইস্পাহানি পাহাড়, কুসুমবাগ এলাকাও পাহাড়ধ্বসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

পাহাড়ধ্বসে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহঃ

পাহাড়ধ্বসের ফলে পাহাড়ের নিচে/ উপরে/ কাছাকাছি বসবাসকারীরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

- মানুষ মারা যাওয়া।
- শারীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারানো/ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।
- মানসিক সমস্যায় পড়া।
- ঘর-বাড়ি, গাছপালা এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ হারানো।

পাহাড়ধ্বসের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য করণীয়ঃ

যে সব পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের নিচে/ উপরে/ কাছাকাছি বাস করেন তাদেরকে পাহাড়ধ্বসের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ৩টি ধাপ অনুসরণ করা উচিত।

ধাপ-১: পাহাড়ধ্বসের পূর্বে করণীয়

- ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের নিচে/ উপরে/ কাছাকাছি বসবাস না করা।
- পাহাড়ী এলাকার গাছ-পালা ও পাহাড় কর্তন থেকে বিরত থাকা।
- পাহাড়ধ্বসের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
- পাহাড়ধ্বসের সময় কি করতে হবে সে সম্পর্কে আগেই জেনে রাখা।
- পূর্ব সতর্কতা পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ আশ্রয়ে (আশ্রয় কেন্দ্র/ আত্মীয়ের বাড়ি) চলে যাওয়া।
- সম্ভব হলে মূল্যবান সম্পদ/ পশু-পাখি সাথে নেয়া।
- প্রতিবেশীদের সতর্ক করে দেয়া।

ধাপ ২: পাহাড়ধ্বসের সময় করণীয়

- পাহাড় ধ্বসের এলাকা থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে যাওয়া।
- উদ্ধার কর্মীদের কাছে পাহাড়ধ্বসের খবর দ্রুত পৌঁছে দেয়া। (ফায়ার ব্রিগেড, এন.জি.ও., সিটি কর্পোরেশন, ইত্যাদি)।
- সম্ভব হলে আশেপাশের আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করতে সাহায্য করা।

ধাপ ৩: পাহাড়ধ্বসের পরে করণীয়

- পাহাড়ধ্বসের স্থানে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে সাহায্য করা।
- আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে নিরাপদ জায়গায় বসতি স্থাপন।